“চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে

হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে , তিনি বলেন, একদা আমরা ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিতনাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছ ? উপস্থিত একদল বললেন, আমরা শুনেছি। ওমার বললেন, তোমরা হয়তো একজনের পরিবার ও প্রতিবেশীর ফিতনার কথা মনে করেছ? তারা বললেন, হ্যাঁ , অবশ্যই। তিনি বললেন, সালাত, সিয়াম ও সদাকার মাধ্যমে এগুলোর কাফফারাহ হয়ে যায়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই ফিতনার কথা বর্ণনা করতে শুনেছ , যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ধেয়ে আসবে ? হুযাইফাহ বললেন, প্রশ্ন শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। আমি বললাম , আমি শুনেছি। ওমার বললেন, তুমি শুনেছ , মাশাআল্লাহ। হুযাইফাহ বললেন , আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, “চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায় তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়বে। এমনি করে দুটি অন্তর দু ’ধরনের হয়ে যায়। একটি সাদা পাথরের ন্যায় ; আসমান ও জমিন যতদিন থাকবে ততদিন কোন ফিতনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো সাদা মিশ্রিত কালো কলসির ন্যায় , তার প্রবৃত্তির মধ্যে যা গেছে তা ছাড়া ভাল -মন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না ”। হুযাইফাহ বললেন , ওমরকে আমি আরো বললাম, আপনি এবং সে ফিতনার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে, অচিরেই সেটি ভেঙ্গে ফেলা হবে। ওমার বললেন , সর্বনাশ ! তা ভেঙ্গে ফেলা হবে ? যদি ভেঙ্গে ফেলা না হত তাহলে হয়ত পুনরায় বন্ধ করা যেত। হুযাইফাহ উত্তর করলেন , না ভেঙ্গে ফেলাই হবে। হুযাইফাহ্ব বললেন , আমি ’ওমার-কে এ কথাও শুনিয়েছি, সে দরজাটি হল একজন মানুষ; সে নিহত হবে কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে , এটি কোন গল্প নয় , বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস। বর্ণনাকারী আবূ খালিদ বলেন : আমি সাদকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবূ মালিক أَسْوَدُ مُرْبَادًّا এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন , কালো-সাদায় মিশ্রিত রং। তিনি বলেন , আমি বললাম, الْكُوزُ مُجَخِّيًا এর অর্থ কি? তিনি বললেন, উল্টানো কলসি ’।

[সহীহ] [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন]

একদা আমীরুল মুমেনীন ওমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বৈঠকখানায় ছিলেন এবং তার সাথে সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের একটি দলও ছিল , তিনি তাদের বললেন: আপনাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিতনার কথা বলতে শুনেছেন ? তাদের কেউ বললেন: আমরা তাকে ফিতনার কথা বলতে শুনেছি। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : সম্ভবত তোমরা একজন মানুষকে তার ব্যক্তিগত জীবনে কষ্ট ও পরীক্ষার কথা উদ্দেশ্য করেছো ; স্ত্রী ও সন্তানদের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি তার অতিরিক্ত ভালোবাসা , তাদের প্রতি কৃপণতা , তাদের সাথে ব্যস্ত থেকে অনেক কল্যাণ থেকে বিরত থাকা , অথবা তাদের অধিকার পূরণ, তাদের শাসন এবং শিক্ষাদানে যা প্রয়োজন ছিল তাতে অবহেলা করা। একইভাবে একজন পুরুষের প্রতিবেশী এবং অনুরূপ জিনিসের প্রতি ফিতনা , হয়তো তোমরা এটাই বোঝাতে চাইছো ? তারা বলল: হ্যাঁ ; তিনি বললেন: এগুলো এমন ফিতনা যা জবাবদিহিতা দাবি করে এবং এর মধ্যে এমন পাপ রয়েছে যার প্রায়শ্চিত্ত আশা করা যায় সৎকর্মের মাধ্যমে , যেমন সালাত, সিয়াম এবং দান। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সাধারণ ফিতনার কথা বলতে শুনেছেন, কারণ

এগুলোর তীব্রতা এবং ব্যাপকতা অনেক বেশি এবং এগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মানুষকে নাড়া দেবে? লোকেরা চুপ করে রইল, তাই হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন: আমি তাঁর কথা শুনেছি। ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু খুশি হয়ে বললেন: তোমার মতো একজনকে নিয়ে আসার জন্য তোমার বাবার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। বলুন, হুযাইফা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ফিতনা (দুঃখ-কষ্ট) প্রকাশ পাবে এবং একজন ব্যক্তির হৃদয়ের কোণে এবং পাশে লেগে যাবে, ঠিক যেমন একটি মাদুর ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশে লেগে যায় এবং দুঃখ-কষ্টের তীব্রতা হৃদয়কে প্রভাবিত করবে। এই ফিতনাগুলো ফেরানো হবে এবং একের পর এক পরীক্ষা পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তাই এটি যে হৃদয়ে প্রবেশ করবে এবং সে তাকে ভালোবাসবে ও তার সাথে মিশে যাবে, যেমন শরবত মিশে যায় এবং প্রবেশ করে; তার হৃদয়ে একটি কালো বিন্দু স্থাপন করা হবে। আর যে হৃদয় তা প্রত্যাখ্যান করবে, তার উপর একটি সাদা বিন্দু স্থাপন করা হবে, ফলে হৃদয় দুই ধরণের হবে: একটি বিশুদ্ধ হৃদয়, কারণ এটি ঈমানের প্রতি দৃঢ়, ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এবং যেহেতু ফিতনাগুলো তার সাথে লেগে যায়নি বা তাকে প্রভাবিত করেনি, যেমন একটি মসৃণ, বিশুদ্ধ পাথর যার সাথে কিছুই লেগে নেই, তাই কোনও পরীক্ষা তাকে ক্ষতি করতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর সাথে দেখা করে। অন্য হৃদয়টি হল এমন একটি হৃদয় যার রঙ ফিতনার কারণে কালো হয়ে গেছে, যেন একটি কাত বা উল্টে যাওয়া পাত্র যেখানে কোনও পানি স্থির হয় না। একইভাবে এই হৃদয়ের সাথে কোনও কল্যাণ বা প্রজ্ঞা জড়িত হয় না। এটি কোনটি সঠিক জানে না এবং কোনটি ভুল তা অস্বীকার করে না, কেবল তার আত্মা যা ভালোবাসে এবং কামনা করে তা ছাড়া। হুযাইফা ওমারকে বলেন: তোমার জীবদ্দশায় এই ফিতনার কোনটিই বের হবে না এবং তোমার ও তার মধ্যে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে যা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। ওমার বললেন: এটা কি ভেঙে যাবে? যদি এটি খোলা হত, তাহলে এটি আবার বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হুযাইফা বললেন: না, এটা ভেঙে ফেলা হবে, আর সেই দরজাটা একজন লোক তাকে হত্যা করা হবে অথবা সে মারা যাবে। আমি যা উল্লেখ করেছি তা একটি নিশ্চিত ও সত্য প্রতিবেদন। এটি আহলে কিতাবদের বই থেকে নয়, অথবা আমার স্বপ্রণোদিত কোন মতামত নয়, বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস।

http://sunnah.global/hadeeth/bn/show/66382